সূর্য মননে পূর্ণিমা বৃষ্টি

শওকত কবির কাজল

www.kalbela.com

সূর্য মননে পূর্ণিমা বৃষ্টি

www.kalbela.com

সূর্য মননে পূর্ণিমা বৃষ্টি

শওকত কবির কাজল

www.kalbela.com

কালবেলা ই-বই www.kalbela.com

প্রকাশকাল
মে ২০১৪

প্রকাশক
কালবেলা
www.kalbela.com
নিজাম আকঞ্জী

প্রচ্ছদ
বিলকিস আকঞ্জী শাহ্‌নাজ

গ্রন্থস্বত্ব
শওকত কবির কাজল

www.kalbela.com

উৎসর্গ

আমার প্রাণের সূর্যালোক,
পূর্ণিমা বৃষ্টিপাতে
শুচি স্নানে গোপন সুখ ।

www.kalbela.com

সূচীপত্র

কবিতা	পৃষ্ঠা	কবিতা	পৃষ্ঠা
সূর্য ও প্রেম	৬	চৈতালি	৩৭
অপেক্ষা	৭	আভরণ	৩৮
জয় পরাজয়	৮	বৃষ্টির প্রত্যাশা	৩৯
কোরবানি	৯	প্রত্যাশিত বৃষ্টি ও কালবৈশাখী	৪০
একাকী	১০	বদলে গেছে সব	৪১
মানবিক পা	১১	মঙ্গল শোভাযাত্রা	৪২
কালো ঘোড়ার পাখা	১২	আত্মার দরোজা খুলে রাখো	৪৩
ঘোড় দৌড়	১৩	অগ্রাসন	৪৪
মায়াজাল	১৪	প্রেমাস্পদ দাঁড়িয়ে আছে...	৪৫
আত্মার ডানা	১৫	মাৎস্যন্যায়	৪৬
রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টার ও হেলাল হাফিজ	১৬	কাশবনে বৃষ্টি ও জোছনা	৪৭
জ্যৈষ্ঠের ধূমকেত	২০	যুবতী পূর্ণিমা ও বিষন্ন বৃষ্টির	৪৮
মৃত্যুর মহা মিছিল	২১	হেমন্তের বৃষ্টিমগ্ন রাতে	৪৯
নিভৃত অলিন্দে দোলা	২৩	ভিন গ্রহে লৈঙ্গিক সাম্যের	৫০
বসন্তের প্রতীক্ষায়	২৫	সাপের ঝাঁপিতে চড়ে এলো	৫২
বসন্ত ও ভালোবাসা দিবস	২৬	গোলাপবালা ও মনপাখি কাব্য	৫৩
একুশের ভাবনা-২০১২	২৭	রাজকন্যার জন্য অপেক্ষা	৫৪
হৃদয় জল	২৮	জোছনা রাতের প্রকল্পনা	৫৫
রোষানল	২৯	লাল নীল দৃশ্যপট	৫৭
প্রকৃতি ও নারী	৩০	ধর্ষণ	৫৮
ফাগুন বৃষ্টির ঘ্রাণ	৩১		
বাধা ও বাঁধ	৩২		
বীরাঙ্গনা	৩৩		
সাম্য	৩৪		
ভাষণ মার্চ-২০১২	৩৫		

সূর্য ও প্রেম

অন্তহীন সূর্য মানচিত্রের সীমা থেকে অতিক্রান্ত হলে
ভুল করে তারে সূর্যাস্ত বলে,
কিন্তু অন্তহীন প্রেমের কোন মানচিত্র নেই
তবু মানুষের হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন করে
অবিরাম এক রক্তবীজ-পাপ রক্তাক্ত পথে চলে!

www.kalbela.com

অপেক্ষা

নারীরা যেমন অপেক্ষায় দিন গোনে
তার গর্ভজাত শিশুর স্বপ্ন ও শঙ্কায়
বারবার কেঁপে উঠে প্রাক প্রসবনে,

কৃষকেরা যেমন অপেক্ষায় ফিরে আসে
রোপিত শস্যের ক্ষেতে
শীষের ভেতর খুঁজে পক্বতায় ন্যুজ সোনালী মুখ;

তেমনি আমিও নীল যন্ত্রণায় প্রহর গুনি
কখন ফুঁটবে আমার স্বপ্ন মুঠোয়
নীল জোছনায় একটি নীল গোলাপ ।

www.kalbela.com

জয় পরাজয়

মনে বড় কষ্ট হয় যখন জয়ের সম্ভাবনা থাকে শতভাগ
যোগ্যতার মাপকাঠিতে ও হেরফের থাকেনা তেমন কিছু
তবু এক অভাবিত পরাজয় গ্রাস করে আমাদের সব অনুরাগ
ধাওয়া করে ব্যর্থ প্রেমের মতো হাহাকার পিছু ।

সবকিছু ঠিকঠাক তবু এক অদৃশ্য নিয়তির জাল
আটকে দেয় বিজয় পার্থিব সব আয়োজনে
নিয়তির কাছেই বুঝি হেরে যায় আদি মহাকাল
অদম্য মানুষ শুধু আশার বীজ বুনে পোড়া জমিনে!

www.kalbela.com

কোরবানি

সত্যিকার প্রেম-প্রার্থনা কিছু উত্সর্গ চায়
আদি থেকেই ছিল এ রীতির প্রচলন
কখনো শস্যের
কখনো বিরহের
কখনো বা রক্তের
আজো তাই শ্রম ছাড়া পাকেনা শস্য দানা
আজো তাই বিরহ ছাড়া ফুঁটেনা গোলাপ
আজো তাই রক্ত ছাড়া আসেনা কোনো স্বাধীনতা!

পিতা ইব্রাহিমকে তাই হয়েছিল দিতে
প্রিয়তম পুত্রের বিদাহী বিসর্জন
সেই স্মরণে আজো আমাদের দেহের
মোটাতাজা পশুটিকে কবিতার উপমার মতো
ফি বছর দিয়ে যাই কোরবানি
আর তখনই আত্মার ভেতর পাপড়ি মেলে
এক পবিত্র সাদা গোলাপের কলি!

www.kalbela.com

একাকী

সবাইতো চায় প্রিয় হৃদয় নদীতে সাঁতার কাটতে দিনমান
আর সন্ধ্যায় এক রঙিন ডিঙায় চড়ে সারারাত ঘুরে ঘুরে
করে যেতে পাঠ মায়াবী জোছনায় প্রিয় কবিতার চরন ।

তবু এক বিরুদ্ধ বাতাস ভেঙ্গে দেয় মাস্তুল
উড়ানো স্বপ্ন-পাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে উড়ে যায় হাওয়ায়
আর ক্রমশ: মানুষ একাকী হয়ে ডুবে যায় অশান্ত ঘূর্ণিজলে

www.kalbela.com

মানবিক পা

পৃথিবী জুড়ে এখন বিক্ষোভের গর্জনশীল ঢেউ বয়ে যায় আরব-বসন্ত আর অকুপাই নামে
ইতিহাসের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে নতুন রূপের দানবেরা
ফেরাউন,কারুন, চেঙ্গিশ,হালাকু,ইয়াহিয়ার মতো ক্ষমতার মোহ আর পুঁজির আগ্রাসী জালে
আটকে পরা নিষ্পেষিত মানুষের ক্ষোভে রক্তাক্ত আজ পৃথিবীর পথ ।

এদেশেও এক নীতিহীন রাজনীতির বৈরী বাতাস অবিরাম পুড়ায় দেশ
সিলেট হবিগঞ্জ সুপার সার্ভিসের ভেতর গান পাউডার ঢেলে পুড়ায় নিরীহ মানুষ
বাঁচতে পারেনা তারা শুধু বাঁচার আকুলতায় বেরিয়ে আসে জানালায় অসহায় দুটি'পা
সেই জোড়া পা জ্বলন্ত বাসের বাইরে সভ্যতার বুকে ঝুলে থাকে প্রশ্নবোধক হয়ে!

www.kalbela.com

কালো ঘোড়ার পাখা

নতুন কি আর শোনাবে তুমি
পাক্কের ঝোপঝাড়ে রূপসী অথবা রেডিসনে
পুরনো মদ নতুন গেলাসে চুমি
আশ কি মিটে বিহ্বলা দেহের আলোড়নে?

কোন সে খেলারাম অবিরাম খেলে
মন-জল-রক্ত পাকে
নিরন্তর ভয়াল পাখা মেলে
কালো ঘোড়া যায় বুঝি ডেকে?

www.kalbela.com

ঘোড় দৌড়

এখন এই পৃথিবীতে ঘোড়াহীন বিরল মাঠে
মানুষেরাই সেজে গেছে ঘোড়া
অন্তহীন লোভের জকি সওয়ার তার পিঠে!

প্রভু বান্ধব ঘোড়া ছিল ইতিহাসে একদিন
হায় এখন আর তেমন ঘোড়া নেই মানুষের!
নিরন্তর শুধু নিজেরই অন্ধ দৌড়
ক্ষুরের অস্থির সঞ্চারণ
ইট-সিমেন্ট-ইস্পাত টাওয়ারের উচ্চতায় মুগ্ধ মন
পিরামিড থেকে আজো মাটি-জল-ভালোবাসাহীন!

শুধু ঘাম আর রক্ত দিয়ে মেমথের মতো
গড়ে যায় যারা তাদের ছাউনির ফুটো থেকে
ঝরে অবিরাম রোদ-বৃষ্টি-জোছনার ছোবল!

তবু রোদের নীচে ইতিহাসে দৌড়ে যায় তারা
আপন স্বভাবে তেজস্বী একপাল নামহীন বর্ণিল ঘোড়া!

www.kalbela.com

মায়াজাল

কী মায়াজাল পেতেছো ফেসবুক তোমার খোলা বুক জুড়ে
অতৃপ্ত-আত্মার নির্ঘুম আকাঙ্ক্ষারা অবিরাম যায় খেলে,
প্রোফাইল-স্ট্যাটাস ইনবক্স-নোট আর লিঙ্কের চূড়ায় চড়ে
যে যার মতো উড়াই ঘুড়ি ইচ্ছে-রঙিন লেজটি মেলে!

হায় ছলাকলায় দখলে চাই অন্য মনোভূমি
মাতোয়ারা মন সাইবার খেলায় শব্দ-ছবি চালে,
আনন্দ আর বিষণ্ণতা নৃত্য করে নিত্য যায় চুমি
আহা তবু মনটি হতাশ শুধুই জড়াই মিথ্যে মায়াজালে!

www.kalbela.com

আত্মার ডানা

আমার জীবাত্মা আমাকে থামায় পার্থিব জীবনের
না না বাঁকে বাঁকে বিরামচিহ্নের মতো-
কখনো নারীর কাছে
কখনো ক্ষুধার কাছে
কখনো শিশুর কাছে
কখনো স্বাধীনতার কাছে
কখনো বিত্তের কাছে
কখনো জরার কাছে
কখনোবা প্রকৃতির মনোহর ও ভয়ালতার কাছে ।

জীবনের এসব বিচিত্র পথে-ঘাটে ঘুরে-ফিরে
অবশেষে একটি দীঘল ভ্রমের ছায়া প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে
ঝুলে থাকে মায়াবী বৃক্ষের ন্যাড়া শাখায় অজগরের মতো!
তবে কি হায়! বৃথাই এ জীবনের চাষ-বাস?

তবুও পাতাহীন কুঠুরির ভেতর নড়াচড়া করে
অচিন গাছের ডালে লুকানো এক আশার পাখি
ইতিউতি চায়কিছু বলে যায়কিছু থাকে বাকি
একদিন হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে বুঝি উড়াল দেবো তার আলোক ডানায় !

রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টার ও হেলাল হাফিজ

(শ্রদ্ধেয় কবি হেলাল হাফিজকে উৎসর্গিত)

চোখের কোনায় একটুকরো সবুজ কর্নিয়ার মতো
নেত্রকোনা শহরটিকে ঘিরে রেখেছিলো
মগড়ার মমতা মাখা জল বর্ষায় যে হতো প্রবল উছল,
সেখানে বয়সের শ্যাওলা পড়া কড়ই গাছের ছায়ায়
দত্ত হাইস্কুলের একতলা দালান,হাফবিল্ডিং
মরচে ধরা টিনের লম্বা টানা বারান্দা
আর ফাঁকা বর্গাকার মাঠে কেবল উড়ে
কৈশোরের বিস্মৃত এলোমেলো ধূলিময় পাতাদের মর্মর ।

বিদ্যুতহীন ক্লাসরুম, সারিসারি হাইবেঞ্চ, চৌকির মঞ্চে নবাবের আসনের মতো
শূন্য চেয়ার টেবিল, ব্লেকবোর্ড আর দেয়ালের উন্মুক্ত ক্যানভাসে চকখড়ি, কাঠ-কয়লায়
কাঁচা হাতে আঁকা অশোভন শব্দাবলী ও চিত্রকলাদের শান্তি পূর্ণ সহাবস্থান ।

টাইম মেশিনে চড়ে একে একে সহপাঠী ও
শিক্ষকগণ আবছা অবয়ব নিয়ে নেমে আসে
ধীরে ধীরে ঐ সব জড় বস্তুর শূন্যস্থানে
আর বারান্দায় ফাঁসির দড়িতে ঝুলানো মুণ্ডুর মতো
নিঃসঙ্গ ঘণ্টায় বেজে যায় অবিরাম ঢং... ঢং... ঢং...

আপনিও হাজির হলেন অকস্মাৎ
যেন যৌবনের রবীন্দ্রনাথ
হাল ফ্যাশনের প্যান্ট-শার্ট পড়ে
ভুল করে চলে এলেন বিনা নোটিশে

রাজপুত্রের মতো আমাদের জীর্ণ ক্লাসরুমে,
মিল ছিলো হুবহু চুল-সিঁথি-দাড়ি-গোঁফ-চোখে
চোখের কালো জলে দেখেছিলাম অন্য জলের ঢেউ ।

তখন নবম শ্রেণীতে বাংলায় পাঠ্যছিলো রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার'
পড়াতেন আপনার পিতা সবুজ-পাগড়ি বাঁধা
সফেদ দাড়ি শোভিত রাশভারী শিক্ষক,
আমরা তাঁকে ডাকতাম 'পাগড়ি-ওয়ালা স্যার'
যিনি পাঠদান শেষে রায় দিয়েছিলেন
পোস্টমাস্টার আর রতনের মাঝে ছিলো নেহায়েত স্নেহেরই বন্ধন,
ওনাকে মানাতো বেশ যদি হতেন হেড মৌলানা অথবা মসজিদের ইমাম
কেন যে বাংলা পড়াতে এলেন সে এক রহস্য ছিলো আমার কাছে তখন!

পিতার ছুটিতে তাঁর আসনে দাঁড়িয়ে যখন বাংলা পড়াতে এলেন
আমাদের কারো জানা ছিলোনা তখন ইতিমধ্যেই আপনি লিখে ফেলেছেন
‘নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়’ নামক অমর কবিতা খানি ।

পোস্টমাস্টার গল্পটি বেশ রসময়তায় উপমা আর উৎপ্রেক্ষায়
আমাদের কাঁচা বোধে নতুন মাত্রায় প্রবেশ করেছিলো অন্য এক জগতের ছবি
যার ভেতর আপনি প্রবাহিত করেছিলেন এক উল্লসিত নদীর ঢেউ,
আমার সীমাবদ্ধ চৌহদ্দির আঙিনায়
শুয়ে শুয়ে নীরবে শুধু শুনতে পেতাম
জীর্ণ চাল ভেদ করে একটি মাটির সরায়
টিপটিপ বৃষ্টির জল পড়ার শব্দ!

বর্ষণ-মগ্ন শ্রাবণ বিকেলে
গল্পটি শেষ হয়েও হলোনা শেষ,

রতনের কান্নার রোলের মতো
বেজে উঠলো ক্লাসের শেষ ঘন্টা ধ্বনি,
আমার ভেতর এক অমীমাংসিত প্রশ্ন
কাঁপছিলো ঘন্টা ধ্বনির রেশে,
মনে পড়ে ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে
আমি প্রশ্ন করেছিলাম আপনাকে
বালিকা রতন ও পোস্টমাস্টারের ভেতর
ছিল কি শুধুই স্নেহের বাঁধন?

আপনার কান্তিময় মুখটি তখন
কেন জানি ঈষৎ লাল হয়ে গেল
আর ঠোঁটের কোনায় ফুটে উঠলো
দুর্বোধ্য এক হাসির ঝিলিক
ক্লাস ছেড়ে চলে যেতে যেতে
বলেছিলেন প্রেম... প্রেমপ্রেম্

প্রেমের ছোঁয়াহীন তবু কিশোর কিশোরীরা
কিসের শিহরণে যেন হেসে উঠেছিলো কলরবে
আমিও কি হেসে ছিলাম তাদের সাথে
নাকি বোকার মতো দাঁড়িয়েছিলাম নির্বাক?

হায়!'জগতের ক্রোড়বিচ্যুত' রতন অথবা
'জগতে কে কাহার' এই দার্শনিক সিদ্ধান্তে
উপনীত পোস্টমাস্টারের মতো
তবু কেন আজো খুঁজে ফিরি
আপনি আমি আমরা

গোপন অশ্রুজলে ভেসে ভেসে
হাহাকারে দহনে দহনে ক্ষরণে ক্ষরণে
অচিন প্রেমের অমোঘ টানে
পিছু ফেলে আসা
এক পোস্ট-অফিসকে ঘিরে
আজো বৃত্তাকারে ঘুরি একাকী্একা !

www.kalbela.com

জ্যৈষ্ঠের ধূমকেত

(কবি নজরুলের ১১৩ তম জন্মদিন ও 'বিদ্রোহী' কবিতার ৯০বছরপূর্তি স্মরণে)

ধূমকেতুর ছটা ছিলো তোমার জন্মক্ষণে
স্বভাবেই তাই মিশে আছে দ্রোহ কবিতা-গানে
রৌদ্র-রুদ্র রবির জ্বলা বল্গাহীন কবি প্রাণে ।
বাঁশীতে তুলে ছিলে ভৈরবী সুর
উপেক্ষায় ছিলো বটছায়া শিল্পের ঘুর
খুলেছিলো বুঝি জীবনের নিঠুর অন্তঃপুর ।

কখনো সে সুর প্রেম-চুম্বনে
কখনো সে সুর বিরহ-দহনে
কখনো সে সুর নিপীড়িত-প্রাণে
কখনো সে সুর সাম্যের-তানে
তবু সব সুর ছেপে শুধু বিদ্রোহী রণে
নেচে উঠে রক্তকণা আমাদের ক্ষয়িষ্ণু প্রাণে,
চেতনার জলে যদিও অব্যয় অন্য রুপ রবি
তবু যৌবন জলে তুমিই অজেয় হে বিদ্রোহী কবি!

www.kalbela.com

মৃত্যুর মহা মিছিল

সেই কৈশোর থেকেই এসেছি দেখে
সত্তরের ভয়াল ঘূর্ণিঝড়ে উপকুলব্যাপী
একাত্তরে জলে-স্থলে প্রতি বর্গমাইলে
এই বাঙলায় ধাপে ধাপে না না অজুহাতে
লাশ আর লাশদের বীভৎস মিছিল ।

আর কতো লাশ দেখবো বলো
এখন প্রতি ইঞ্চিতে লাশ পড়ে থাকে
চট্টলার পাহাড় ধ্বসের মতো
চাপা পড়ে আছে কতশত অপঘাতে
রোদ-জোছনা আর বৃষ্টির দহনে!

রাক্ষসেরা সব খেয়েছে আগেই চেটেপুটে
খাল-বিল-নদী-নালা এখন খায় পাহাড়
পাহাড়ের সবুজ গাছপালা আর লাল মাটি!
অসহায় তপ্ত পাহাড় বৃষ্টির শীতল ছোঁয়ায়
গভীর নিশিতে হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়ে
কাটা খুঁড়া নড়বড়ে রক্তাক্ত পায়ের নীচে
মাথা গুঁজে পড়ে থাকা অসহায় মানুষের দেহে ।

তবু নিপুণ যোগসাজশে মহা উল্লাসে
বধ্যভূমিতে ওঠে সুরম্য বাণিজ্যিক ভবন
বিজ্ঞাপনী কলায় স্বপ্নের অভিজাত শহর
আর কালো টাকার দিশেহারা খরিদ্দারের
টলমলে মাতাল দুটি পা ধরা দেয় মৃত্যুর ফাঁদে!

আহা ভূমি-জল আর পাহাড় খেকোরা জানেনা
লাশের বিনিময়ে গড়া অন্ধ স্বপ্ন-সাধ

এক লহমায় ভেঙে যাবে একদিন
চট্টলার খুলশী পাহাড়ের ধসের মতো
আচমকা আট মাত্রায় ভূমির নড়াচড়ায়
আগামীর অন্ধকারে তারাও হবে সামিল
ইতিহাসের ঘূর্ণনে মৃত্যুর মহা মিছিলে!

www.kalbela.com

নিভৃত অলিন্দে দোলা

অকপটে বলো যখন তুমি হে প্রেমময়ী নারী
আমাকেই আপন ভেবে রাতের নির্ঘুমে ফোটাও
মনের নিভৃত অলিন্দ-ছায়ায় একরাশ রজনীগন্ধা
তখন আমিও পাই টের দৃশ্যমান সাইবার পর্দায়
আমারও বুকে অদৃশ্যে জাগে সুনামীর মাতাল ঢেউ!

অথচ হয়নি দেখা কোনদিন আমাদের
হয়নি জানাশুনা সবিশেষ কিছু ভালো করে
করেনি খেলা আমার আস্থার আঙুল
তোমার নরম আঙুল ঘিরে;
পায়নিকো কখনো ছোঁয়া তৃষিত ঠোঁট জোড়া
তোমার নিমীলিত চোখের পাতায়
কাঁপা অধরের নিমজ্জিত লালায়
যুগল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বেয়ে নেমে
দেইনিতো ঝাঁপ জ্বলন্ত জ্বালা মুখে ।

তবুও কেনো হায়!কী কথা ভেবে নারী
মননে গাঁথো তুমি দ্বিধাহীন সাইবার বেলি
এইসব ভেবে ভেবে আমারও মননে রক্তের অনুরণনে
বয়ে যায় প্রবল গর্জনে লাল-গোলাপের ঢেউ!

এই মাঘের হিমেল রাতের শেষ প্রহরে তাই
বিছানার ওম ছেড়ে জানালার পর্দা সরাই
পায়চারী করে পুড়াই বেনসনের ধবল বুক
দূরের আকাশে দেখি ঠিক যেনো তোমারই মুখের
আদলে জেগে আছে চাঁদ একাকী ম্লান চোখ মেলে!

আর গাঢ় কুয়াশার ঝালর ফুঁড়ে

জোছনার সাথে এক অমলিন প্রেম
ঢুকে যায় আমার আত্মার নিভৃত অলিন্দে
রজনীগন্ধার গন্ধ ছড়ায়ে শুধু অবিরাম দোলে!

www.kalbela.com

বসন্তের প্রতীক্ষায়

চাদর গুটিয়ে নিচ্ছে এখন বিদায়ী বৈরাগী শীত
শীত পালায় রোদের উষ্ণতায় শুধু দখিনার গীত,
পাখির কণ্ঠে পাতার শিরায় মানব মননে
বসন্তের ডানা এক্কাদোক্কা খেলে হাওয়ার বুননে!

রাতের আকাশ কিছুটা হিম ঝরালেও
জেগে আছে প্রেরণাময়ী চন্দমা আলো,
নাচে গায় একাকী অপরূপা নারী তার দেহ মেলে
আহা! মিটবে কি তার চির প্রতীক্ষা বসন্ত এলে?

www.kalbela.com

বসন্ত ও ভালোবাসা দিবস

ফাগুনের এই ভালোবাসার দিনে দখিনা হাওয়ায়
ভেসে আসে তোমার কোমল মননের
অচিন মাতোয়ারা ঘ্রাণ আমার অমিয় আঙিনায় ।

সে ঘ্রাণ মেখে আমার অবারিত হৃদয় চুমে
বেহিসাবি গন্ধ ছড়ায় ওলট-পালট হয়ে
নিত্য-কাজের মগ্নতা নাওয়া-খাওয়া ঘুমে ।

চারদিকে বেশুমার পাখির উতলা আবাহন
একটানা বাজে মনে মন মিলানোর সুর
ফুলে ফুলে ফুল্ল প্রজাপতির নিবিড় পরাগায়ন ।

আহা!বসন্ত-বাতাস খেলা করে যাক মানবীয় মনে
পরস্পর হৃদয় পাক না পাওয়া মনঃছবি
যে ছবি বিধাতা নিজেই এঁকেছেন প্রেম রসায়নে ।

www.kalbela.com

একুশের ভাবনা-২০১২

একটা সময় গেছে আমাদের একুশকে ঘিরে
কবিতার শব্দ উপমারা বারবার ঘুরে ফিরে,
পলাশ-শিমুল-কৃষ্ণচূড়া পিচঢালা-রাজপথে
মিছিল-গুলি রফিক-সালাম-বরকতে ।

রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই আ-মরি বাংলা ভাষা
দেয়ালিকা ম্যাগাজিন ভাঁজ পত্রের এইসব আশা,
এইসব নিয়ে ফি বছর আমাদের কেটে গেছে
বহু যুগ প্রেস প্রভাতফেরী শহীদ মিনারের কাছে ।

যে চেতনা দ্রোহে বাংলার স্বাধীনতা এলো
সে চেতনার আলোয় রাষ্ট্রভাষা বাংলাও হলো,
তবু বাংলা আজও অচ্ছুত ম্লেচ্ছদের মতো কাঁদে
বিজাতীয় সংস্কৃতির ভাষাময় ঘৃণ্য বাজারী ফাঁদে!

www.kalbela.com

হৃদয় জল

মোহ-মায়া প্রেম-কাম লোভে
চলেছি অনেক পথ সময়ের রথে,
টেনে নিয়ে গেছে আমাদের সময়-মন
অনাচ্ছাদিত বহুদূর অলীক ভ্রমের পথে ।

ভ্রমের অনিশ্চিত পথেই
বুঝি মানুষেরা নিরন্তর ছোটে,
বিনষ্ট-সময় রক্তাক্ত হৃদয়ে
অবুঝ এক লাল-গোলাপ ফোটে!

হায়!আজ কেবল বাণিজ্যিক বিরতির সময়
নিরাসক্ত বিকেলে ভোরের সুর তালে
চাঁদ-ফুল-প্রেম শুধু নিভৃত-হৃদয়-জলে!

www.kalbela.com

রোষানল

বঞ্চনা আর ঘৃণার দহনে
এঁকেছো যে ছবি কালোয়,
দুরন্ত-পায়ে স্ফুরিত-নয়নে
পুড়াবে একদা রোষের আলোয়!

www.kalbela.com

প্রকৃতি ও নারী

প্রকৃতির মতো নীরবে অশেষ শুশ্রূষায়
আগুনের জলে নারী বয় শীতল ঝর্ণা,
কী করে বলো তবু দুঃখ দেবো তোমায়
তুমিই আমার অন্তস্রোত নিবিড় প্রেরণা!

www.kalbela.com

ফাগুন বৃষ্টির ঘ্রাণ

আজ ফাগুনের গুমোট বিকেলে এক পশলা ঝুম বৃষ্টি হলো
চারদিকের পরিবেশে জমে থাকা অস্বস্তির ধুলোর আস্তরণ
ধুয়ে মুছে নির্মল শীতল বাতাস আমার ঠোঁটে চুমু দিলো ।

কফির মগে চলছে কফি আর বাতাসের মিথস্ক্রিয়া
মগ্ন চৈতন্যের ভেতর ভেসে আসছে অন্য এক ঘ্রাণ
অপরূপ সন্ধ্যায় বুঝি ফুটছে কোথাও মায়াবী রজনীগন্ধা!

www.kalbela.com

বাধা ও বাঁধ

মন পাখি আর মেঘেদের রথ
মহাশূন্যে অথবা পৃথিবীর যে কোন সীমায়,
অনায়াসে দেয় পাড়ি লক্ষ যোজন পথ
আটকায়না কেউ মোহরাঙ্কিত মুসাবিদায় ।

বাধা পায় শুধু মানুষের দেহ
চেকপোষ্ট পাসপোর্ট কাঁটাতারে,
নদীর জলের অবাধ প্রবাহ
বাধা পায় বাঁধের পাথরে!

ওপারের লোক ভরে ফসলের অরু
নিজ ঘরে জ্বালায় লোভের উচ্ছ্বাস,
এপারের লোক বুকে নিয়ে ধু ধু মরু
জীবাশ্ম পাথরে ফেলে কালো নিঃশ্বাস!

www.kalbela.com

বীরাঙ্গনা

ধর্ষিতা লক্ষ বিমলা-টেপিদাসীদের জ্বলজ্বলে সিঁথির সিঁদুর
আর নূরজাহানদের কপালতো পুড়েছিল সেই কবে একাত্তরে;
তবু কেন হায়! ঠাকুরগাঁওয়ের এক নিভৃত বীরাঙ্গনা গ্রামে
বেশ্যার কলঙ্কে ঢাকা আজ তারা স্বাধীন দেশে একঘরে-অনাহারে?

www.kalbela.com

সাম্য

মাঘের হিম মাখা সন্ধ্যায়
মনপাখি উড়ে যেতে চায়
অচিন নীল পাহাড়ের পাশে

যেখানে ব্যোম বসুমতী
একই রঙের এক রীতি
প্রেমময় নীল গোলাপের দেশে

www.kalbela.com

ভাষণ মার্চ-২০১২

মাননীয় সাংসদ ভাই ও বোনেরা,
তবুও মন্দের ভালো রাজপথ চেয়ে
অন্তত মেলেনা জনদুর্ভোগ মৃত্যুর শঙ্কা
লুই কানের নান্দনিক প্রাসাদে
যতো পারো চালাও খিস্তি খেউর
বরাদ্দ আছেতো মোটা বেতন ভাতা
আছে ডিউটি ফ্রি শীতাতপ বাড়ী গাড়ী
এসব ফেলে কেনো অহেতুক
লাঠিয়ালের মতো নামো অলি গলি রাস্তাঘাটে?

পথতো খেটে খাওয়া মানুষের দৈনন্দিন চারণভূমি
পাগল-ছিনতাইকারী-ইঞ্জিন-হর্ন-ভিক্ষুক-বেশ্যাদের চিৎকার
কোলাহল জটে মুখরিত থাকে দিনরাত
নিজেদের নাম কেন লেখাও সে পথে আবার
এখনোতো আসেনি কাঙ্ক্ষিত সময় ঝুলাবে মুলো
ঐ সব বঞ্চিত মানুষের শ্লেমাময় নাকের ডগায় ?

আছেতো তোমাদের লেক ঘেরা স্বপ্নময় গণতান্ত্রিক প্রাসাদ
সেখানেই যা করার করো তির্যক অশ্লীল হাতাহাতি
অযুত দুর্ভোগে ক্লিষ্ট মানুষের মনে আর কতো ধোঁকা
সহজ সরল মানে নয়তো জনতা থাকবে চির বোকা ।

বাড়াবাড়ি আর ধৈর্য-সহ্যেরও আছে এক সীমা
আছে এদেশের জনতার গর্জে ওঠার উজ্জ্বল ইতিহাস
আছে সাম্প্রতিক পৃথিবীর না না দেশের উদাহরন
আছে বৃত্তাবদ্ধ স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের মৃত্যুর ইতিকথা
আছে লেখা এইসব আদি ও নিকট ইতিহাসের খাতায়
বঞ্চিতরা গর্জে ওঠবেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মৌলিক চাহিদায় ।

অতএব হে মাননীয় সাংসদগন, লুই কানের প্রাসাদের ভেতর
এখনও আছে সময় হতভাগ্য দেশ ও মানুষকে প্রকৃতই কিছু দেবার
নতুবা বারবার আশাহত মানুষেরা গর্জে উঠবে আবার ৭১-মাচের্র চেতনায় ।

www.kalbela.com

চৈতালি

চৈত্রের দিনরাত নিজ রূপের পেখম মেলে
ঝলক দিয়ে যায় বসন্ত শেষের রবি,
ফসলের মাঠ পিপাসায় চৌচির জলহীন জলাশয়
তবু দৃশ্যপটে আঁকা সবুজের প্রাণময় ছবি ।

কথাতো রেখেছে একলা ঘুঘু ঝিমধরা নির্জন দুপুরে
বিষণ্ণ সুরে থেমে থেমে বিরহী কাজরি ডাকে,
কথাতো রেখেছে নবীন পাতারা রোদের সাথে
ঝিলিমিলির উছল ঝিলিক সারা দেহে মেখে ।

কথাতো রেখেছে গোধূলি-আলো পলাশ শিমুল লালে
রঙিন প্রেমের পতাকা উড়ায়ে নিঝুম সন্ধ্যাকাশে,
কথাতো রেখেছে রমণীয় চাঁদ আর রজনীগন্ধা নারী
মিলেমিশে বিলায় রমিত জোছনা নিবিড় ভালোবেসে ।

হায়! শুধু কথা রাখেনি বেপথু মানুষ
মানুষের অতিভোগী মন প্রতারণ আশ্বাস,
অতৃপ্তির কালো ছায়ায় ছেয়ে গেছে চারদিক
বৈরী বাতাসে ছাড়ে আজ বিষময় প্রশ্বাস!

www.kalbela.com

আভরণ

জন্মদিনের আভরণহীন পাপ
হাইরাইজ স্যুটের কাঁচের শার্শি
ভেদ করে উড়ে গেছে মেঘেদের দেহে
এক স্বপ্নময় রাতের শীৎকারে

ঘুম ভেঙে হায় রমিত দ্বিধায়
বিমুগ্ধ চোখ খোঁজে সেই আভরণ
কতো মূল্যে নিলামে উঠেছিলো
হে নারী তোমার পবিত্র দেহমন?

সৃষ্টির আদি থেকে
আজকের বিবর্তিত ভ্রষ্ট পৃথিবীতে?

www.kalbela.com

বৃষ্টির প্রত্যাশা

আকাশটা গুমট ধূসর ধূলোর আস্তরণে ঢাকা
ছটফটে দুপুর কেবল বিদ্যুতের আসা যাওয়া
কাকের কা কা সাথে বিচিত্র সব
যান্ত্রিক বাহনের অসহ্য কোরাস
যাত্রী চালক কৃষক দালাল বেশ্যা
গাছপালা মাটি সবাই এখন বৃষ্টির প্রত্যাশায় ।

একসময় গ্রামে গঞ্জে বৃষ্টির প্রার্থনা লোকাচারে
বেঙের বিয়ে আর মোনাজাতের ধূম পড়ে যেতো
এই উত্সব পাগল বাংলায়
আনন্দ ও দুঃখের একটা বাহানায়
শুধু উত্সব মেতে ওঠতো মেলায় মেলাতে!

এখনও হয় মেলা গঞ্জে ও শহরে
তবে প্রাণের টানে নয় আর
শুধু বাণিজ্য বেসাত পিছু পিছু
বেশ্যার খনখনে হাসির মতো
প্রাণের দাবিহীন ছিনালীপনার ছলাকলা ।

তাই বুঝি আর কাজল মেঘেরা আসেনা আকাশে
ঝরেনা বৃষ্টি
ঝরেনা নারী
ঝরেনা কবিতা
একটি সম্পন্ন মেঘের চোখ থেকেই শুধু
ঝরে পড়ে ফোটা ফোটা বৃষ্টির কণা
আমাদের জীবনের সুখ-দুখ গুলো নিয়ে
বৃষ্টির সেই ছন্দায়িত রমিত সুখের মতো
অনায়াসেই ঝরে যাক বৃষ্টি ও কবিতার অমিয় ধারা ।

প্রত্যাশিত বৃষ্টি ও কালবৈশাখী

অবশেষে কালো ঘোড়ার ভয়াল পাখায় চড়ে এলো প্রথম কালবৈশাখী
কালো মেঘের বজ্রগর্জনে ঝড়ো হাওয়ার মত্ত-মাতমে দারুণ চৈত্র শেষে
ঝরালো প্রত্যাশিত বৃষ্টি খরতাপে দগ্ধ বাঙলার জমিনে তপ্ত কংক্রিটে

ঝড় শেষে এই মাঝরাতে রাস্তায় ছিঁড়ে যাওয়া ডালপালা পাতা যেনো
বিস্ফোরিত বোমায় ছিন্নভিন্ন মানব অঙ্গের মতো পড়ে আছে যত্রতত্র
বৃষ্টির জমে থাকা জলে ভিজে ভিজে মেটায় মৃত্যুর অনন্ত আস্বাদ

তবু আকাশে কালো মেঘের সাথে অবিরাম লুকোচুরি খেলে চৈতালি চাঁদ
নীচে পৃথিবীর বুক ঝড়ে বিধ্বস্ত তবু বয়ে আনে জীবনের নতুন জল
চারদিকে শীতল হাওয়ার পরশে প্রভুর দরজায় লুটায় আমার দেহমন

আধো ঘুম আধো জাগরণে মুষলধারায় শুনি বৃষ্টির রিমঝিম ঐকতান
কাকের কর্কশ ডাকে আর কবির কবিতায় ছিলো কি এক প্রাঞ্জল-প্রার্থনা
ছিলো কি পিশাচের মন্ত্রিত রজ্জুর অন্ধ গিঁট্ থেকে মুক্তির কোন নিজস্ব ভাষা

যা ছিলো গতকাল পর্যন্ত মাটি-কৃষক-কাক ও কবির আত্মার গভীর আকুলতা
আহা!আজ দেখো তাই ধ্বংস ও করুণায় জাগ্রত প্রভু ঝরায় স্বস্তির শীতলতা !

বদলে গেছে সব

কোন প্রাণের টানে এমন বৃষ্টিভেজা শীতল চৈত্র শেষে
লাল সাদা শাড়ি পড়ে খোঁপায় গোঁজে বেলি
আর বাহারি ফতুয়া পাঞ্জাবীর ছেলেমেয়েরা
মিলেমিশে গাইবে 'এসো হে বৈশাখ,এসো এসো'?

অনির্ধারিত এক রেড-কার্পেট প্রিমিয়ারে
এসেছিল বুঝি কালবৈশাখী চৈতালি জোছনার পর্দায়
যেমন চলে আসে আগেভাগেই বালিকার বুকে
অচিন ক্ষুধার ফুল অকাল স্রাবের ডাকে!

তেমনি আজ প্রাক বৈশাখে আষাঢ়ের কালো মেঘেদের ভিড়
যেন বনিবনাহীন সংসার হতে কক্ষচ্যুত
একাকী মানুষ থেমে থেমে ফেলে ব্যথার জমাট অশ্রুপাত ।

তবে কি কোন অঘটনে বদলে গেছে সব
বদলে গেছে কি ঋতুর বাহারি রূপ
বদলে গেছে কি ভালোবাসার ব্যাকরণ
বদলে গেছে কি মানবিক মূল্যবোধ
সেখানে কি এখন কেবল হিসেব নিকেশ
লেনদেন খেলা করে ফাঁপা বেলুনের মতো
তাই বুঝি আজ বদলে গেছে পৃথিবীরও মন
বদলে যাওয়াই কি সময়ের ধর্ম
নাকি অধর্মই বদলে দিয়েছে আজ সব?

মঙ্গল শোভাযাত্রা

মানুষেরা বুঝি ফিরে যেতে চায় শেকড়ের পানে
তাই আজ বাঙলায় নববর্ষের দিনে জেগে উঠে,
অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়-মোঙ্গলীয় আদি শঙ্কর রক্তের টানে
রক্ত কণিকা উতরোল বিলুপ্ত লৌকিক পাঠে ।

অশ্বত্থ-বট-তেঁতুল-গাব-কদম শোভিত গ্রামে
কাক-পেঁচা-ময়ূর-শালিক-হরিয়াল-শকুনের ভিড়,
গারোপাহাড় থেকে ফসলের মাঠে মত্ত-হাতি নামে
তবুও বাঙালি সেইসব চিত্রপটে সাজায় নিজ নীড়!

সুন্দরবনের বাঘ কুমির আর মনসার সাপ
সব করে আজ ভিড় বাঙলার রাজপথে
ইট পাথরের বনে প্রতীকী আনন্দ-বেদনার তাপ
ছড়ায় আজ সহজিয়া-আলো মঙ্গল শোভাযাত্রা রথে ।

www.kalbela.com

আত্মার দরোজা খুলে রাখো

কোথায় পালাবে বলো আমরাতো আগ্রাসী
লোভের বিস্তৃত ভয়াল থাবার ছায়ায়
ঢেকে গেছি সব দিকে সব পথে পথে
ঢেকে গেছি বৈশাখী কালো মেঘে মেঘে
এই অন্ধকারে আয়নায় যতটুকু দেখো
সেতো নতজানু লোভেরই প্রতিচ্ছায়া
ভালোবাসার ছবিতো আর আয়নায় যায়না দেখা
শুধু নকল সাজগোজ প্রতিবিম্বিত মোহের কায়া ।

এই যেমন এখন আকাশ ঢেকে আছে কালোমেঘে
গুরু গুরু গর্জন দমকা হাওয়া আর বজ্রপাতে
আমার আত্মার বন্ধ দরজা হঠাৎ যায় খুলে
দোলে দোলে উঠে সফেদ মায়াবী-পর্দার ঝালর
এই কালবৈশাখীর ঝড়ো হাওয়ায় অনুভবে
ফুটে উঠে অপরূপ এক ভালোবাসার ছবি
আর প্রবল বৃষ্টিপাতে মুছে দেয় জীবনের সব কালো গ্লানি ।

আগ্রাসন

ভয়াল অজগরের আগ্রাসী উদরে এখন
ঢুকে গেছে রাজনীতি-শিল্প-শিল্পকলা-প্রকৃতি
যেমন কিছুদিন আগেও যে মৌসুমি বায়ু
বঙ্গোপসাগরের বুক থেকে বাঙলার
ঘর্মাক্ত আকাশে এনেছিল
প্রেমময় উচ্ছ্বাসে নৃত্যরত মেঘদল
হায়!ভিলেনের মতো পশ্চিমা লঘুচাপ তাড়িয়েছে ওদের ।

খরতাপে পুড়ছে আজ মানবের সহজ মনন
বিরান বন আর মৃত প্রায় সব জলজ প্রাণ
আশার জানালায় দেখি দুঃসহ খরতাপ শেষে
সত্যের আলোর মতো নেমে আসছে পৃথিবীতে
আগ্রাসী মুক্ত আকাশ থেকে বর্ষার প্রেমোচ্ছ্বাস !

www.kalbela.com

প্রেমাস্পদ দাঁড়িয়ে আছে বনফুল ছাওয়া পথে

শ্রাবণ বর্ষণ থেমে গেছে মাঝ রাতে
আকাশ জুড়ে মেঘদলেরা
রঙধনুর বলয়ের ভেতর
চাঁদকে এখন বন্দী করে
ঘিরে আছে খোজা প্রহরীর মতো স্থির ।

হেঁটে হেঁটে দেখেছি এসব প্রাচীন
চাঁদ-মেঘ-জোছনার মিথস্ক্রিয়া
রমণ ক্লান্ত নর নারীর বেভুল ঘুম!

ঘুম থেকে জেগে উঠো বন্ধুগন
দেখ অর্থবহ রাতের আয়োজন
সেহরী সেরে প্রস্তুতি নাও সিয়ামের
সিয়াম পশুত্বের নাকে বাঁধে দড়ি
মনুষ্যত্বের চোখ করে প্রস্ফুটিত ।

দেখ দাঁড়িয়ে আছে সব অনাহারক্লিষ্ট মুখ
গভীর আকুলতা নিয়ে তোমার প্রেমাস্পদ
চারপাশ ছাওয়া বনফুলের সরল পথে!

www.kalbela.com

মাৎস্যন্যায়

ঋতু খায় ঋতুকে-
যেমন শরতকে খাচ্ছে এখন প্রলম্বিত বর্ষা
এই শেষ আশ্বিনেও শরতের শুভ্র মেঘদল
কালো হয়ে আছে বিস্ময়কর ভাবে আকাশ জুড়ে ।

রাজনীতি খায় রাজনীতিকে-
যেমন জনগণের ভাগ্যকে খাচ্ছে এখন নীতিহীন
রাজনৈতিক নেতা,আমলা আর বনিকের দুষ্টদল
তাই বুঝি আজও হয়নি লিখা বিজয়ের পূর্নাঙ্গ কবিতা ।

অধর্ম খায় ধর্মকে-
বিকৃত রুচি আর বিদ্বেষের বারুদ ভরা মনগড়া ছবি
ঢেলে দেয় কোন সে কারিগর সাইবার ঢেউয়ের ভেতর?
দাউ দাউ করে হিংসার অনল, জ্বলে পুড়ে ছাই করে
গুজরাট-রাখাইন-রামুর সংখ্যালঘু মানুষ ও উপাসনালয়?

পৃথিবীতে আজ গভীর মাৎস্যন্যায় -
শক্তিমান খায় দুর্বলকে
উষ্ণতা খায় শীতলতা
অপ্রেম খায় প্রেম
আঁধার খায় আলো
হিংস্র দানবের মতো শুধু দখল আর ভোগ
বিপন্ন মানবতা পলকা বাতাসে দোলে
ছিন্নভিন্ন সবুজ পাতারা ছাই হয়ে শুধু উড়ে ।

কাশবনে বৃষ্টি ও জোছনা

শুভ্র শরৎ দোলে চিরায়ত কাশবনে
বৃষ্টি-জোছনায় রুপালী সুতোর টানে
ফেরারি সময়কে নিয়ে কাটে নিরিবিলি
বালিকার বিনুনিতে কাশফুলের ইলিবিলি ।

এখন আর কাশবন নেই শুধুই ইট পাথর
কাশবনে বেণিয়া-মন হয় কী কাতর?
তোমাদের স্মৃতি নেই, প্রীতি নেই কেবল হানাহানি
ঋতুর দায় শুধু কবিমনে দিয়ে যায় হাতছানি!

www.kalbela.com

যুবতী পূর্ণিমা ও বিষন্ন বৃষ্টির ধারাপাত

গতকাল আমার মুগ্ধ-মন-চোখ সারারাত
দেখেছিল শরতের অপরূপ পূর্ণিমার ধারাপাত,
চাঁদের স্তন থেকে উথাল-পাতাল শৃঙ্গারে
জোছনা ও কুয়াশা ভরিয়েছি ভুশণ্ডির ভৃঙ্গারে ।

হায় আজ সকালে মেঘে মেঘে ছেয়েছে আকাশ
আষাঢ়ের মতো মত্ত গর্জনে কাঁপছে বাতাস,
শরতের স্নিগ্ধতা উবে গেল বিষণ্ণ বৃষ্টিপাতে
থমকায় জীবন উচাটন মন বিহ্বলতা দৃষ্টিপাতে!

বদলে গেছে হায় চিরায়ত ঋতু
আঁধার কি তবে জীবনে স্হিতু
বদলে গেছে কি মানবীয় মন
বাজছে দামামা শুধু কষ্টের রণ?

সুখগুলো কি তবে সহসা দেখা শরতের যুবতী চাঁদ
তাই বুঝি আজ বিষণ্ণ বৃষ্টি বুনছে দুঃখের ফাঁদ?

www.kalbela.com

হেমন্তের বৃষ্টিমগ্ন রাতে

হেমন্তের বৃষ্টিঝরা রাতে শীতের আগমনী গান আসে ভেসে
ত্বক ও লোমকূপেরা তাড়া দেয় দ্রুত জড়াতে নকশী কাঁথা
কোলবালিশের নীচেই ভাঁজ করা ছিলো কিছুদিন অপ্রয়োজনে ।
আজ এই শীতার্ত রাতে বেশ আয়েশের সাথে
ভাঁজ মেলে দেখি গোলাপি-লাল-নীল-কালো
নানান শব্দের সুতায় কোন এক অচিন রমণী
লিখে গেছে তাঁর বুকভাঙা না-বলা প্রেম-কথা!

অথচ এখন নকশী কাঁথাটি আশ্চর্য মাত্রায়
একটি প্রেমের কবিতা হয়ে আমাকে ভাবায়
বিস্মিত চোখ মেলে দেখি চারদিকে শুধু সেই
বিরহিণীর আনমনা নত মুখ আর নিবিষ্ট জলে ভেজা চোখ
ফড়িঙের মতো নেচে নেচে উড়ে বিনম্র কাঁপা আঙুলের ডানা!

বাইরে আঁধারের বুকে একটানা বাজে বৃষ্টির মহাজাগতিক সুর
ভেতরে মৃদু আলোয় দৃশ্যমান হয়ে এক্কা-দোক্কা খেলে বিস্মৃত সব মুখ
অবিরাম হিমেল হাওয়া নিয়ে আসে হায় অন্য এক অন্তিম হাওয়া!

ভিন গ্রহে লৈঙ্গিক সাম্যের বাসর

নিশিত আঁধারে জোনাকির মতো জ্বেলে নিজ দেহ-প্রাণ
শুঁকেছি দেখেছি বহুবার তোমার বুকে লুকানো চন্দন-ঘ্রাণ ।

সীমাবদ্ধ মায়া তবু অন্য এক অসীম ক্ষুধার ছায়া
ডেকে নিতে চায় আমায় অন্য কোন অরূপ মায়া!

কোন দূর গ্রহের পথে উড়ে উড়ে মাঝপথে ক্লান্ত ডানায়
ফিরে আসি তোমার ডাকে আলুথালু চুলের অরণ্য ছায়ায় ।

কী যে সুধা লুকিয়েছো তুমি দুটি সুডৌল স্তনের ভেতর
আকণ্ঠ করি পান তবু মিটেনা সাধ তৃষ্ণায় তবু কাতর!

শুধু বাড়ে তার চাওয়া অবশেষে ডুবে যেতে হয়
সম্মোহিত শিশুর মতো অদেখা নদীর জলে লয় ।

তাতেই তুমি ফুটাও গোলাপ, ভরে দাও আনন্দ গান ফুল্ল শীৎকারে
পৃথিবীর নষ্ট জটিল জনপদ ভয়াল-অরণ্য আর বিক্ষুব্ধ-সাগর তীরে!

জন্মাবধি দেখছি এসব পৃথিবী ও নারীর যুগল কবিতা
বেভুল পুরুষের অন্ধ বুকে এঁকে দাও শুধু নিষিদ্ধ মমতা!

তবু আমাকে যেতেই হবে একদিন জ্বিনগত ছকের টানে
বুঝি তাই চাওনা যেতে দিতে অসীমের অনিশ্চিত পানে ।

শুনো কথা দিলাম আমি রঙধনুর সবগুলো রঙ দিয়ে
লিখে আসবো আবার ফিরে নতুন এক কবিতা নিয়ে ।

উল্কার আতশবাজি নক্ষত্রের চুম্বন আর কীটহীন ফুলেল বাসরে

সাজাব তোমায় নারী লৈঙ্গিক-সাম্যের নতুন গ্রহের ভেতরে ।

www.kalbela.com

সাপের ঝাঁপিতে চড়ে এলো-২০১৩

দংশনে দংশনে নীল হয়ে আছি সালতামামির ঝুলিতে
দুর্নীতি-আগুন-ধর্ষণ-কালোবেড়াল-সাপেরঝাঁপি
আর বেদের মেয়ে জোছনাদের অদ্ভুত সাপের খেলায় ।
পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে মানবের সম্প্রীতি
রামুর বৌদ্ধ বিহারে, তানজিনের বদ্ধ খাঁচায় ।

সাপের নিষ্ঠুর ছোবল পঙ্গু করে সবুজ মতিহার চত্বর
চাপাতির বব্বর কোপে লাশের মিছিলে চলে নিরীহ বিশ্বজিৎ!
পাথুরে গাঁয়ে মালালার বুকে ফুটে বুলেটের রক্তজবা
দিল্লির চলন্ত বাস থেকে হিমেল হাওয়ায় ভেসে আসে ধর্ষিতা দামিনীর চিৎকার ।

অনেক দুর্গন্ধ নাকের লোমে ঝুলে আছে আমাদের
আমাকে একটু ফুলেল গন্ধ নিতে দাও ।
অনেক রুগ্ন হয়ে গেছে আমাদের সংস্কৃতি
আমাকে একটু সুস্থ আলোর উত্তাপ পেতে দাও ।

অপার সম্ভাবনা রয়ে গেছে আমাদের
পুনরাবৃত্তি করোনা আর এই সব ঘৃণ্য ইতিহাস
আমাকে শুধু একটু শান্তির স্থিরতা থাকতে দাও
আর দেখতে দাও নতুন আলোর ভোরে জেগে উঠা
আম জনতার শ্রমে লালিত স্বপ্নের সবুজ দেশটিকে ।

গোলাপবালা ও মনপাখি কাব্য

ওহে কাব্য সখি তোমার মাতাল শব্দ চুম্বনে
হিম সন্ধ্যাটুকু জাগে মধ্যাহ্নের উষ্ণ শিহরণে!
গোলাপবালা হয়ে ফুটে আছো আজো পড়ন্ত বেলায়
আসবে কি উড়ে এলোকেশী ঝড়ে দখিনা হাওয়ায়?

গোলাপের বন বিধ্বস্ত আজ হিংস্র সাপের ধর্ষণে
পাহাড়ের মতো ক্ষোভ গর্জে উঠুক অন্ধ-সব মনে ।
পাহাড়ের শোক গলে যাবে একদিন নির্মল ঝর্না ধারায়
তবুও কেনো হায় মনপাখি উড়ে যায়, তোমার দিগন্ত রেখায়!

www.kalbela.com

রাজকন্যার জন্য অপেক্ষা

তথ্যও ভুল হয়ে যায় মাঝে সাঁঝে নিউরন সেলের গণ্ডগোল
যেমন ভুল হয়ে গেল কানাডা নাকি আয়ারল্যান্ডে আছো ।
কানাডাতেই তো গিয়েছিলে তুমি চুপিচুপি অথচ কেন গিয়েছিলে
সেকথা টুকু খোলাসা করোনি সবার আদরের ফেসবুক মেয়ে
কর্কট বীজাণু বুঝি বাসা বেঁধে কেড়ে নিয়েছিলো তোমার কবিতাবৃত্তি স্বর?
সব কথা বলেছিলো তোমারি বান্ধবী এই কিছুক্ষণ পূর্বেও জানালো
তোমার আজকের আশঙ্কার কথা দোয়াও চেয়েছে আকুল আর্তনাদে ।

কবিতা পাগলি মেয়ে কী সুখে-দুঃখে তুমি হাসপাতালের সফেদ শয্যায়
কবিতার ভাষাতেই বলতে কথা 'জল চিঠি' নামে আমাদের দেয়ালে?
বলেছিলে একটি তন্বীমন্বী দ্বীপে চলে গেছো তবু নামটি বলোনি সে দ্বীপের!
অবশ্য দ্বীপটির ইতিহাস দেখেছি বহু আগেই 'ব্রেভ হার্ট' সিনেমায় ।
মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তেমনি এক অকুতোভয় বীরের
কাহিনীর ভূমিকায় দুর্দান্ত অভিনয় করেছিলো মেল গিবসন ।
সেই থেকে আমিও দ্বীপটির প্রেমে পড়ে আছি আজো

তুমিও কি দেখেছিলে সেই ছবি তাই বুঝি চলে গেলে ঐ দ্বীপে?
গত পরশু তোমাকে ডেকে নিয়ে গেছে হাসপাতালের অপারেশনের টেবিল
অপারেশনও হয়েছে দীর্ঘক্ষনব্যাপী যথারীতি তবু নাকি জ্ঞান ফিরেনি এখনও?
উদ্বিগ্ন তাই তোমার বন্ধু-দাদা-দিদিকুল
আজকের এই শেষ-পৌষের হিমেল রাতের চাঁদহীন আকাশে
জেগে আছে সবাই তারাদের মতো প্রার্থনার আলো জ্বেলে জ্বেলে!

হে চন্দ্র কারিগর তুমি শুক্লপক্ষের ঘরে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসো তাকে
আমরা সবাই কৃষ্ণপক্ষে আছি জেগে এক আলোকিত রাজকন্যার শোকে ।

জোছনা রাতের প্রকল্পনা

মাঘের হিমেল বাতাসে গতকাল
১২ রবিউল আউয়ালের তিথিতে
জেগেছিলাম সারারাত এক মহামানবের
জন্ম-মৃত্যুর স্বাক্ষ্যদাত্রী চাঁদে ।
সেই চন্দ্রনারীর জোছনায় ভিজে ভিজে
ভেবেছি কিছু কথা বারবার ।

ছয়টি ঋতুর রূপ-গন্ধ নিয়ে প্রতি রাতেই তো
আমি হাঁটি কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি হয়ে
কখনো আঁধারে কখনো জোছনার আদর মেখে
কখনো কুয়াশায় কখনো শীতে কেঁপে কেঁপে
মনে পড়ে তেমনি এক তীব্র শীতের রাতে
তোমার উষ্ণ শব্দরা আমাকে দিয়েছিলো ওম
পাখির ছানার মতো সাইবার পালকের নীচে
সে ওমে একটি রাত দুলেছিল কায়াহীন ছায়ার নাচে ।

আচ্ছা কবিদের কি কোন ছায়া লাগে?
আমি তো নিমেষেই বৃক্ষ হয়ে গজাই
হয়ে যাই মেঘ সুনীল আকাশের বুকে
উড়ে উড়ে ছায়া দেই তৃষিত অন্তরে;
আমার ব্যক্তি ছায়া মিশে গেছে অনেক ছায়ার মাঝে
তাইতো খুঁজিনা বিশেষ কারো ছায়া
বলিনাতো আর একটু ছায়া দাও হে আমায় ।
হৃদয়ের ভেতর খেলা করে এখন এক অরূপ মায়ার ছায়া

সে মায়ার আলো তোমাদের বিলাই নির্লোভ অকৃপণ ।

ওগো কাব্য সখিগন তোমাদের ইচ্ছে রঙিন শব্দমালা গাঁথো
ওগো মনপাখি দ্বিধাহীন উড়ে যাও কণ্ঠে নিয়ে প্রেমগীত
ওগো মন-ময়ূরী নাচো অন্তহীন নীল নাচ ।

দুনিয়ার দু'টি জিনিসই প্রিয় করেছিলো মুহম্মদ(সঃ)এর প্রাণ
যার একটি ছিলো 'ফুল' অন্যটি 'নারী'র সুঘ্রাণ!
আমার আত্মায় ও আছে এক বসন্ত বাগান
সেখানে ফুটে নানান ফুল আর অবিরাম নারীদের গান ।

www.kalbela.com

লাল নীল দৃশ্যপট

কিছু কিছু ছবি স্থিরতা ঝুলে থাকে অনড় হৃদয়ের পাতায়
যেমন একদিন কৈশোর উত্তীর্ণ বয়সে প্রথম বাড়ি থেকে না বলে
চলে গিয়েছিলাম অচেনা সাগরের টানে ।
খুব নির্জন আর প্রাকৃতিক ছিলো তখনকার পতেঙ্গার সৈকত
আমি একাই ছিলাম সূর্যাস্ত পিপাসু মনে নারকেল গাছ তলে
দেখছিলাম সাগরের জোয়ারে উত্তাল ঢেউ আর প্রবল মত্ত গর্জন!
হঠাৎ দূরের একটি লাল বিন্দু ক্রমশঃ হাওয়ায় উড়ে উড়ে
কাছে এসে আমাকে ঘিরে আবর্তিত হলো এক লাল শাড়ির নাচে
ভুলিনি সে তরুণীর নাচ শুধু গাঙচিল হয়ে উড়ে
সেই থেক আজো এক লাল নাচ জেগে আছে হৃদয় বেলাভূমে!

তেমনি এক সাগরের তীরে বসেছিল তুমি একা প্রবাল-পাথরে
গাঙচিল গুলো উড়ে উড়ে মাথার উপর গেয়েছিল প্রশস্তি গীত
সাগরের ঢেউগুলো মাতাল হয়ে ছুঁয়েছিল বারবার
রুপোর মল পড়া তোমার ইলশে যুগল পায়ে!
আর স্বপ্নে সমর্পিত শিথিল দেহের অণু-পরমাণু
ক্রিষ্টাল বলের ভেতর দেখেছিলো বুঝি অজানা সুখের নীল নাচ?
যা আমার বিস্মিত চোখে স্থির হয়ে বাসা বেধে আছে
লাল নীল দৃশ্যপটে নারী ও সাগরের এক নিষ্পাপ সঙ্গমে!

ধর্ষণ

কামের কলায় যা হররোজ ঘটে
ধর্ষণে কি আর সেই ক্ষুধা মিটে?
চারদিকে আজ শুধু তমসার ঢেউ
মূলে নয় কেন পাতায় খোঁজো ফেউ?

অন্ধ পুঁজির বেনিয়া লোভ
রক্তাক্ত অঙ্গ ফুঁসছে ক্ষোভ,
কালকেউটে ঢালে মরণ বিষ
ছিন্ন গোলাপ পাখির শিস!

হে নর-নারী বিভেদের ঘরে জ্বালো বহ্নিশিখা
আত্মার ঘরে দেখো শুধু মানুষেরই নাম লিখা!

www.kalbela.com